টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

জমি বিক্রয়

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে ব্যবসা-কেন্দ্রের মধ্যস্থলে রাস্তার উপর বসবাস ও ব্যবসার উপযুক্ত ১৬ ডেসিমেল জায়গা বিক্রয় হইবে। বন্যায় বা বর্ষণে ডুবার আশঙ্কা নাই। ক্রয়েচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্নে যোগাযোগ করুন।

বিমল মুখার্জী, ১৮নং বৈঠকখানা লেন
পোঃ খাগড়া, (মুর্শিদাবাদ) অথবা
শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, দরবেশপাড়া
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ),
ও পণ্ডিত-প্রেস,—রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২রা কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৭৮ ইং 20th Oct. 1971 | ২১শ সংখ্যা

শরণার্থী বনাম জাগলদার মারামারি

চারজন গ্রামবাসী আহত

গত ১২ই অক্টোবর সাগরদীঘি ব্লক অফিস থেকে মনিগ্রাম শরণার্থী শিবিরের শরণার্থিগণ যখন সাহায্যের কম্বল ইত্যাদি নিয়ে রাত্রিতে মনিগ্রাম অভিমুখে ফিরছিল সেই সময় পথে পোপাড়ার কয়েকজন জাগলদারের সঙ্গে কোন কারণে বচসা শুরু হয়। ফলে জাগলদারেরা শরণার্থীদের প্রচণ্ড প্রহার দেয় ও তাদের কিছু জিনিসপত্র জোরপূর্ব্বক কেড়ে নেয়। কয়েক ঘন্টা পর উক্ত শরণার্থিগণ ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে প্রায় হাজার খানেক লোক নিয়ে ঘটনাস্থলে আসে ও প্রতিকারের জন্য উদ্যত হলে পুলিশ এদের বাধা দেয়। পুলিশ এই ব্যাপারে পোপাড়ার বারজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। শরণার্থিগণ যুগড় গ্রামের চারজন নিরীহ গ্রামবাসীকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মারধোর করে। উক্ত চারজনকে সাগরদীঘি হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় বি, ডি, ও ও জঙ্গিপুরের এস, ডি, ও মহোদয়গণের দ্বৈত চেষ্টায় অবস্থা আয়ত্তে আসে।

চোরাই তারসহ আসামী গ্রেপ্তার

সম্প্রতি রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ থানার ইসলামপুর গ্রামের কোন পুকুর থেকে জলে ডুবিয়ে রাখা চোরাই গোপন তার যখন দুর্বৃত্তেরা তুলছিল, সেই সময় পূর্ব থেকে খবর পেয়ে বাহুড়া গ্রামের গ্রামরক্ষীগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পাঁচ বাণ্ডিল তার সমেত দু'জন আসামীকে ধরে ফেলে। তাদের উত্তম-মধ্যম দিয়ে থানায় নিয়ে আসা হয়।

* * *

গত ১৬ই অক্টোবর রাত্রিতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ ধুলিয়ান টাউনের মধ্যে একটি ট্রাক সার্চ্চ করে দুই কুইন্টাল পনের কেজি চোরাই তামার তার সমেত ছয়জন আসামীকে গ্রেপ্তার করে।

রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় ডাকাতি

গত ১৬ই অক্টোবর গভীর রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ থানার জামুয়ার অঞ্চলের বৈদড়া গ্রামে শ্রীমোকসোদ মণ্ডলের বাড়ীতে আনুমানিক পঞ্চাশজন লোকের একটি দল প্রবেশ করে। তাহারা বাড়ী হইতে নগদ টাকা, গহনা ও বাসন-কোসন লইয়া গিয়াছে।

* * *

গত ১৭ই অক্টোবর রাত্রে জরুর অঞ্চলের নিস্তা গ্রামে শ্রীনিমাই মণ্ডলের বাড়ীর বাহিরে প্রায় ১৭ জন লোক বোমা ফাটাইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে। গৃহস্বামী একজন দুষ্কৃতকারীকে জাপটাইয়া ধরিয়া ফেলে। অন্য একজনের ছোরার আঘাতে ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেয়। ঐ গ্রামের শ্রীকালাচাঁদ মণ্ডলের পুত্র শ্রীকানু ঘটনাস্থলে আসে, তখন তাহার বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া বোমা ছোড়ে। বোমার আঘাতে সে পড়িয়া যায়। বোমার প্রচণ্ড শব্দে ঘোষপাড়ার সকলে জাগিয়া মিলিতভাবে ঘটনাস্থলের দিকে ধাবমান হয়। বেগতিক দেখে দুর্বৃত্তরা চম্পট দেয়। উহারা কিছুই লইতে সমর্থ হয় নাই। আহত গৃহস্বামী ও কানু মণ্ডল চিকিৎসার জন্য জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছে।

এরা কারা ?

গত ১০ই অক্টোবর সাগরদীঘির কাপড় ব্যবসায়ী শ্রীরামগহন ভকত যখন সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করছিলেন সেই সময় তিন/চারজন যুবক ছোরা, বোমা নিয়ে রামগহন ভকতকে আক্রমণের জন্য উদ্যত হলে শ্রীভকতের চিৎকারে পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা ছুটে আসে ও যুবকদের তাড়া করে। আক্রমণকারীরা বেগতিক দেখে তিনটি বোমা ফাটিয়ে চম্পট দেয়।

পরদিন সন্ধ্যায় সাগরদীঘির স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও মিল মালিক শ্রীরাধাকিষণ ভকতের দোকানের সামনে কয়েকজন যুবক কয়েকটি বোমা ফাটিয়ে চম্পট দেয়। পি, এ, সি সন্দেহবশতঃ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। পর দিন জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের ছেড়ে দেয়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ হত্যা না আত্মহনন ? ॥

হায় মহামতি গোখেল! কী ক্ষণেই আপনার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল—'বাঙ্গালী আজ যাহা ভাবে, ভারত আগামী কাল তাহা ভাবে।' বাঙ্গালীর মনীষা, বাঙ্গালীর চিন্তা আপনাকে বাঙ্গালীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিয়াছিল। সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অপূর্ব মনস্বিতা আপনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই একদা আপনার উক্তি বাঙ্গালীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করিয়াছিল। কিন্তু আপনি বোধ হয়, তখন ভাবিতে পারেন নাই ইহার পরিণতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে। আপনার উক্তি কিন্তু বাঙ্গালীর কাল হইয়া দাঁড়াইল। বাঙ্গালী বহুদিন হইতে মশগুল হইয়া আছে অতীতের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া। আর 'অতীতের কথা কহি' বর্তমান বহিয়া গেলেও তাহার সম্বিৎ নাই। সে ভাবে—'আমরা একদা অমুক করিয়াছি, তমুক করিয়াছি'। জ্ঞানে গরিমায় এক সময়ে সে সারা ভারতে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু হায়, শতবর্ষ চলিয়া না যাইতেই তাহার বর্তমান হাল আপনি ত দেখিতে পাইলেন না। এখনও আপনার উক্তি তাহারা নেতা মারফৎ যত্রতত্র আউড়াইয়া আত্মপ্রশংসায় বিলকুল মাতোয়ারা। বাঙ্গালীর পায়ের তলার মাটি, মাথার উপরের ছাদ সরিয়া যাইতেছে; ত্রিশঙ্কু অবস্থা হইয়াও সে চেতনা ফিরিয়া পায় নাই।

বলিয়াছি, আপনার উক্তি বাঙ্গালীর কাল হইয়াছে। ইংরাজ শাসনে বাংলায় শিক্ষিতের স্থান ভারতে দ্বিতীয় ছিল। সদর্প পদক্ষেপে সে তখন চলিত আর অপেক্ষাকৃত কম উন্নতদের প্রতি হয়ত অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। বর্তমানে সে শিক্ষিতের হার-হিসাবে সারা ভারতে দ্বাদশ স্থানে নামিয়া গিয়াছে। কী শোচনীয় মর্মান্তিক পতন! কী নিদারুণ প্রকৃতির পরিশোধ! আজ সর্বভারতীয় কোন প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালীর ছেলে কয়টি দাঁড়াইতে পারিতেছে? আর বর্তমানে শিক্ষা-নিধন যজ্ঞ চলিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র। স্কুল-কলেজ ও তাহাদের মূল্যবান্ শিক্ষাসামগ্রী ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, পুড়াইয়া শিক্ষা-আন্দোলনের এক অপূর্ব পথ খোলা হইয়াছে। শিক্ষার সংস্কার কি এইভাবে হইবে? সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আজ কয়টি শিক্ষিত বাঙ্গালী দাঁড়াইতে পারিতেছে?

বাঙ্গালী আজ কোন্ পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিতে সর্বভারতীয় বাঙ্গালী নেতা আজ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আদি কংগ্রেস, নব কংগ্রেস প্রভৃতির হাইকম্যাণ্ডে বাঙ্গালী পাওয়া যাইবে না। সি, পি, আই-তেও তাই। সি, পি, এম-এ এবং আর, এস, পি-তে যথাক্রমে একমাত্র শ্রীজ্যোতি বসু এবং শ্রীত্রিদিব চৌধুরী বাতি দিতে আছেন।

ব্যবসায়ে বাঙ্গালী বহিষ্কৃত। বাঙ্গালী শিল্পপতি তুলনামূলকভাবে নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক। চাকুরীতে বাঙ্গালী স্থান পায় কম। তাই পশ্চিমবঙ্গের বেকারত্ব আজ আয়ত্তের বাহিরে। নিয়োগকর্তা 'বঙ্গাল আদমী কো বিশোয়াস' করিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালী যুবক কর্মপ্রার্থী হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইতেছে। এই দুর্দৈব একদিনে আসে নাই।

বাঙ্গালী নিজেও আজ আত্মহননের পথে নামিয়াছে বলিলে ভুল হইবে না। দিনে দিনে আত্মজিঘাংসা তাহার বাড়িয়াই চলিয়াছে। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক খুন ব্যাপক আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কে কখন শেষ হইবে তাহার স্থিরতা নাই। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মারমুখী প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। আপন আপন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা হত্যার জঘন্যতায় বুঝি সম্ভব হইবে। এই যদি ধারণা হয়, তবে এ পর্যন্ত যত হত্যাকাণ্ড চলিল, তাহাতে তো পশ্চিমবঙ্গে সব অশান্তির পরিসমাপ্তি হইত।

অপর দিকের চিত্র আরও মসীলিপ্ত। পশ্চিমবঙ্গে হত্যার অবাধ লীলাখেলা বন্ধ করিবার দায়িত্ব শাসককুলেরও কম নয়। বরং বেশী। কিন্তু সে স্তরের প্রচেষ্টা কতখানি সফল হইয়াছে। কাগজে কাগজে প্রচারিত হইল, অমুক হত্যাকাণ্ড অথবা অমুককে হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হইবে। জনসাধারণ কিছুদিন পর সব ভুলিয়া যাইতে পারিলেন। শেষ বেশ কোনটিরই আর হইল না। আবার দফায় দফায় শাসককুলের পক্ষ হইতে বিবৃতি দেওয়া হয়, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অনেকটা ভাল। ভাল এবং শান্ত হোক, জনগণ তাহাই চাহেন। নিরুদ্বেগে পথচারী পথ চলিতে চাহেন। ব্যবসায়ী ব্যবসা চালাইতে চান। শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করিতে চান। সকলেই আপন আপন কাজ শান্তিতে করিতে চান। কিন্তু এ পর্যন্ত তাহা কি হইতে পারিল? পশ্চিমবঙ্গের জন্য ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রেরিত হইল। তাহার পরও বীভৎস এবং জঘন্য ব্যাপার হত্যার ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। সর্বদলীয় বৈঠক হইল; সুন্দরভাবে তাহা ব্যর্থও হইল। এধারে অপরাধী—রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক যাহাই হউক, রক্তের স্বাদ ভুলিতে পারিতেছে না। অর্থাৎ হত্যা তাহার পদযাত্রা অব্যাহত রাখিয়াছে। কেন প্রশাসন এমন ব্যর্থ হইবে? কেন হত্যার প্রশ্নে সরকারের এত অকর্তব্য? তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আইনের নিরাপত্তা তথা আইনের শাসন এবং শৃঙ্খলার শান্তি—কোন্‌টিরই আশ্বাস দেওয়া হইতেছে না? বাঙ্গালী মরুক, বাঙ্গালী নিশ্চিহ্ন হোক—এই কামনা কি বাঙ্গালীও করিতেছে? তাহা যদি না হইবে, তবে হত্যাবন্ধের জন্য জনজাগরণ কোথায়? বাঙ্গালীর সার্বিক অবনতির দিনে আজ তাহার অস্তিত্বই শুধু নয়, আপন শ্রেষ্ঠত্ব যাহা আজ বিপন্ন হইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধার করা একান্ত দরকার। নিজেদের মধ্যে খুন-জখমে সে নিজেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে।

—

শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি

গীতিকার অতুল প্রসাদ

—হরিলাল দাস

আঠারো শ' একাত্তর সালের বিশে অক্টোবর অতুল প্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। শতবর্ষ পরে সেই দিনটি আজ প্রত্যাবর্তন করেছে স্মরণীয় হয়ে।

বাল্যকাল থেকে কবিতা রচনার অভ্যাস। পিতা ও মাতামহের সান্নিধ্যে লাভ করেছিলেন সঙ্গীত পিপাসা। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে আসেন। কলকাতায় ও রংপুরে আইন ব্যবসা করতেন। কিছুদিন পর আবার বিলেত যান। সেখান থেকে ফিরে লক্ষ্ণৌ। প্রবাসেই প্রতিষ্ঠা। প্রায় একষট্টি বছর বয়সে লোকান্তর।

গীতিকার অতুল প্রসাদের গানই ছিল প্রাণ। 'প্রসাদী' সঙ্গীত যেমন বাংলার প্রাণের গান, 'অতুল প্রসাদী' গীতও তেমনি বাংলার প্রাণ মাতানো গান।

অতুল প্রসাদ যেন মূর্ত্তিমান সঙ্গীত। তিনি অধিক অর্থ উপার্জন করেছেন। কিন্তু ততোধিক অর্থ দান করেছেন গোপনে। সঙ্গীত শেষে তার মূর্ছনার মত দানটা থেকে যেত অনুভবে অনুচ্চারিত।

সঙ্গীতের তালে ও লয়ে তাঁর নিবেদিত প্রাণ শিষ্ট জীবন সংসার পথে চলেছে। আবার তিনি যেমন তালের উপরে ভাবকে স্থান দিতেন তেমনি তিনি তালের খাতিরে কোন দিন বেদনা প্রকাশে কপট ভব্যতা দেখান নি।

জীবনে আঘাত এসেছে। যে আঘাতে নীরবতার বুকে ধ্বনি জাগে, আলোর হৃদয়ে রূপ জাগে, ফুলের প্রাণে গন্ধ জাগে সে আঘাতে বেদনাও আছে। রাত্রির অবসানে উষার আবির্ভাবের মত কোমল-উজ্জ্বল-নির্মল বেদনা। সংসারে এই বেদনার মহিমাময় প্রকাশের নাম গান। কবির গানে এই বিধুর বেদনার আনন্দ। অতুল প্রসাদ এই আনন্দের গীতিকার, সুরকার।

গুণগুণ করে সুর ভাঁজতেন আর গান রচনা করতেন। দু'শোর কিছু বেশি গান রচনা করেছেন। 'গীতিগুঞ্জ' ও 'কাকলি'তে বিধৃত রয়েছে সেই গান-গুলি। কিন্তু 'আ মরি বাংলা ভাষা' স্তোত্রের উদ্‌গাতা অতুল প্রসাদকে বাংলা দেশ আর কোথায় প্রতিষ্ঠা করেছে?

শ্রদ্ধানত রবীন্দ্রানুরাগী অতুল প্রসাদ। রবি-কিরণ দীপ্ত দিনে তিনি একখণ্ড সজল জলদের মত আপন সুরসুধাস্নিগ্ধ গীত বর্ষণ করেছেন এবং বাংলাকে শ্যাম সরসা করতে।

তিনি সংকীর্ণ অর্থে বাঙ্গালী নন। 'উঠ গো ভারত লক্ষ্মী' তাঁর কণ্ঠে মন্দ্রিত হয়েছে। পাগলা মনটাকে বাঁধবার জন্য যাঁর সঙ্গীত শৃঙ্খল রচনা সেই ভক্তকবি অতুল প্রসাদকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে ধন্য।

অতুল প্রসাদের জন্য বাঙ্গালীর যা কৃত্য বাকি আছে তা অবিলম্বে সমাধা না করলে সংস্কৃতির ইতিহাসে আমরা কলঙ্কিত হব।

আবশ্যক

ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়ে (জুনিয়ার হাই) ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ জন্য সংস্কৃতে অভিজ্ঞ একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষিকা আবশ্যক। ২৭শে অক্টোবরের মধ্যে সম্পাদক ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

গৃহ নির্ম্মাণ উপযোগী জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগারের সন্নিকটে পাঁচ/ছয় কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল (নীলু বাবু)
দরবেশপাড়া, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই নভেম্বর, ১৯৭১

১০/৭১ স্বত্ব ডিঃ কল্পনা ঘোষাল দিং দেঃ অমলা দেবী দাবি ৮৯৮৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ১-২৯ শতকের কাত ৫.৯৪ তন্মধ্যে দেন্দারের ৩৪ শতক কাত পরতামত ১৫৩ পয়সা আঃ ৮০৲ রায়ত স্থিতিবান খং নং ৪৬৭

৭/৭১ অন্য ডিঃ রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দেঃ অমলা দেবী দাবি ৮৪.৪৮ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ৪০ শতকের কাত ২৸৵০ আঃ ১০০৲ রায়ত স্থিতিবান খং নং ৫১

নবাগত জেলা-শাসক

প্রবীণ আই, এ, এস শ্রীকালীপদ ঘোষ মুর্শিদাবাদ জেলা-শাসকের কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন। শ্রীঘোষ পূর্ব্বে কান্দীর মহকুমা শাসক ও মুর্শিদাবাদের এ-ডি-এম (ভূমি সংস্কার) ছিলেন। পূর্বতন জেলা-শাসক শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায় গত ৮ই অক্টোবর থেকে বর্ধমান জেলা-শাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

আসামী গ্রেপ্তার

গত ১৮ই অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ থানার সুজাপুরের ইসলাম সেখকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। গত ৩রা অক্টোবর সুজাপুরের লোকমান সেখের বাড়ীতে ডাকাতির অভিযোগে পুলিশ ওর অনুসন্ধানে ছিল। ইসলামের গায়ে বোমার ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়।

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই নভেম্বর, ১৯৭১

২৭ নং/৬৯ অন্যজারী

ডিঃ চন্দ্রকান্তা দেবী

দেঃ সের আলি মহালদার দাবী ২৭২৫'৯৯ টাকা

অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা

১।	লঙ্কা পচা গুড়া দুই বস্তা	১০০'০০
২।	লোহার সিন্দুক ২টা	১৫০'০০
৩।	ওজনের দাঁড়িপাল্লা ১টা	৪০'০০
৪।	উষা ফ্যান ১টা	৮০'০০
৫।	বড় ঘড়ি দেওয়ালে থাকা ১টি	৪০'০০
৬।	জল রাখার টব ১টা	৫'০০
৭।	চেয়ার ২টা	১০৲
৮।	বড় লাইট ১টা	১০৲
৯।	বালিস ৩টা	১০৲
১০।	বিছানা মায় চাদর	১৫৲
১১।	ওজনের বাটখারা ১ সেট	১০৲

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম

কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

চিত্র প্রদর্শনী

গত ১৮ই এবং ১৯শে অক্টোবর স্থানীয় ছেলেমেয়েদের উদ্যোগে ৺শ্রীশ্রীকালীপূজা উপলক্ষে ফাঁসিতলায় একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়। ১৩৭ খানা চিত্র এবং কিছু স্থাপত্যশিল্প, শোলা, নারিকেলের ছোবড়া এবং পিচবোর্ডের কলাকৃতিও প্রদর্শিত হয়। সর্বশ্রী আশুতোষ মুখার্জী, আশিস রায় চৌধুরী, শিবপ্রসাদ সরকার, গৌরী সরকার, সুব্রত দাস, অমিত রায় এবং রবিন দাসের কলাকৃতি বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। শ্রীআশিস রায় চৌধুরী এবং গৌতম রায় চৌধুরী দর্শকদের প্রাঞ্জলভাষায় চিত্রগুলির ব্যাখ্যা করেন।

দর্শকের উৎসাহ এবং প্রচণ্ড ভীড় প্রদর্শনীর সফলতা প্রমাণ করে। আজকের বিকৃত সমাজ-ব্যবস্থায় এ প্রকার প্রদর্শনীর বিশেষ গুরুত্ব আছে। আশা করছি উদ্যোক্তাগণ এ প্রকারে প্রদর্শনীর আয়োজন মাঝে মাঝে করবেন যাতে কিশোর ও যুবকগণ তাদের অবসর বিনোদনের একটি সুস্থ ও রুচিপূর্ণ সাধন পান।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র ক
২রা কার্ত্তিক, ১৩৭৮ সাল।

— সরকারী বিজ্ঞপ্তি —

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে অত্র জঙ্গীপুর মহকুমার অধীন নিম্নলিখিত ফেরীঘাট/খুটাগাড়ী/হাট সমূহের প্রত্যেকটীর পার্শ্বে লিখিত নির্দ্দিষ্ট স্থান, তারিখ ও সময়ে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে সন ১৩৭৯ সালের জন্য সর্তাধীনে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এইরূপ ফেরীঘাট/খুটাগাড়ী/হাটের বিবরণ এবং ডাকের সর্তাবলী যে কোন অফিস খোলা থাকিবার দিনে অত্র অফিসে এবং অধস্তন ভূমি সংস্কার অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইতি ২০।১০।৭১ ইং

Sd/- C. Majumdar,
মহকুমা ভূমি-সংস্কার আধিকারিক, জঙ্গীপুর।

ক্রমিক নং	থানা	ফেরী/খুটাগাড়ী/হাটের নাম	নিলামের স্থান	নিলামের তারিখ ও সময়
১।	রঘুনাথগঞ্জ	গিরিয়া ফেরী	রঘুনাথগঞ্জ জে-এল-আর-ও অফিস	৪-১১-৭১ বেলা ১১টা হইতে আরম্ভ হইবে
২।	,,	লবণচোয়া ফেরী	,,	ঐ
৩।	,,	ত্রিমোনী ফেরী	,,	ঐ
৪।	,,	শিবপুর ফিরোজপুর চুটকী	,,	ঐ
৫।	,,	মনসুর খাঁর চক ফেরী	,,	ঐ
৬।	,,	লালখাঁর দিয়াড় ফেরী	,,	ঐ
৭।	,,	রাণীনগর কাশিয়াডাঙ্গা ফেরী	,,	ঐ
৮।	,,	রঘুনাথপুর ফেরী	,,	ঐ
৯।	,,	দফরপুর ফেরী	,,	ঐ
১০।	,,	এলাসপুর কাশিয়াডাঙ্গা ফেরী	,,	ঐ
১১।	,,	মহম্মদপুর বহড়া ফেরী	,,	ঐ
১২।	,,	গনকর ফেরী	,,	ঐ
১৩।	,,	চর রঘুনাথগঞ্জ ফেরী	,,	ঐ
১৪।	,,	ফ্রেজারগঞ্জ কুলগাছি ফেরী	,,	ঐ
১৫।	,,	নূতনগঞ্জ পাথর ফেরী	,,	ঐ
১৬।	,,	দুর্জনথালি দাঁড়া ফেরী	,,	ঐ
১৭।	সাগরদীঘি	গাদি দাঁড়া ফেরী	সাগরদীঘি জে-এল-আর-ও অফিস	২৯-১০-৭১ বেলা ১১টা হইতে আরম্ভ হইবে
১৮।	,,	গাদি দাঁড়া ফেরী	,,	ঐ
১৯।	,,	উপলাই বিল ফেরী	,,	ঐ
২০।	,,	দস্তরহাট ও রাইঘাট ফেরী	,,	ঐ
২১।	,,	দোগাছি উপলাই ফেরী	,,	ঐ
২২।	,,	চাঁদপাড়া ফেরী	,,	ঐ
২৩।	ফরাক্কা	মোমরেজপুর ফেরী	ধুলিয়ান জে-এল-আর-ও-অফিস	৫-১১-৭১ বেলা ১১টা হইতে আরম্ভ হইবে
২৪।	,,	বরম্ঘাট ফেরী	,,	ঐ
২৫।	,,	আভলা ফেরী	,,	ঐ
২৬।	,,	কোদালকাটি দাঁড়া ফেরী	,,	ঐ
২৭।	সমসেরগঞ্জ	উমরাপুর ফেরী ও ফরাস ঘাট	,,	ঐ

পর পৃষ্ঠায় দেখুন

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র

২রা কার্ত্তিক, ১৩৭৮ সাল।

ক্রমিক নং	থানা	ফেরী/খুটাগাড়ী/হাটের নাম	নিলামের স্থান	নিলামের তারিখ ও সময়
২৮।	সমসেরগঞ্জ	রাধানগর দুর্গাপুর ধুসরিপাড়া খুটাগাড়ী	ধুলিয়ান জে-এল-আর-ও-অফিস	৫-১১-৭১ বেলা ১১টা হইতে আরম্ভ হইবে
২৯।	সুতি	রেয়ানপুর ইছলিপাড়া কাষ্টমঘাট ও কালীগঞ্জ খুটাগাড়ী	,,	৯-১১-৭১ বেলা ১১টা হইতে
৩০।	,,	চাঁদপুর ফেরী	,,	ঐ
৩১।	,,	সর্ব্বসী ফেরী	,,	ঐ
৩২।	,,	পাগলা দাঁড়া ফেরী	,,	ঐ
৩৩।	,,	খোসাঘাট ফেরী	,,	ঐ
৩৪।	,,	শোভারঘাট ফেরী	,,	ঐ
৩৫।	,,	গাইঘাটা ফেরী	,,	ঐ
৩৬।	,,	মহেশাইল মৌজার হিজলী নদীর ওপর ফরাসঘাট	,,	ঐ
৩৭।	,,	বহুতালী মৌজার ঐ	,,	ঐ
৩৮।	,,	লোয়ার বসন্তপুর ফেরী	,,	ঐ
৩৯।	,,	নুরপুর ফতুল্লাপুর ফেরী ও চুটকী যেয়ালীপোনা মহল	,,	ঐ
৪০।	,,	পাচুলাগ্রাম দীঘাঘাট ফেরী	,,	ঐ
৪১।	,,	বল্লাফুরী ফেরী	,,	ঐ
৪২।	,,	কাঁকমা ফেরী	,,	ঐ
৪৩।	,,	আহিরণ অজগরপাড়া ফেরী	,,	ঐ
৪৪।	,,	হারুয়া ফেরী	,,	ঐ
৪৫।	ফরাক্কা	গুমানী নদী খুটাগাড়ী	,,	ঐ
৪৬।	সমসেরগঞ্জ	প্রতাপগঞ্জ হাট	,,	ঐ

— সরকারী বিজ্ঞপ্তি —

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে অত্র জঙ্গীপুর মহকুমার অধীন নিম্নলিখিত ফেরীঘাট প্রত্যেকটীর পার্শ্বে লিখিত নির্দ্দিষ্ট স্থান, তারিখ ও সময়ে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে সন ১৩৭৯ সালের জন্য সর্তাধীনে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ডাকে অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে ২০০ দুই শত টাকা **Earnest Money** হিসাবে "রেভিনিউ ডিপোজিট" খাতে জমা দিয়া ডাকে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। কেহ ডাকের সর্তাবলী ভঙ্গ করিলে ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে। সর্তাবলী যে কোন অফিসের দিনে অত্র অফিসে এবং অন্যান্য জে, এল, আর, ও, অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইতি ২০।১০।৭১ ইং

Sd/- C. Majumdar,
মহকুমা ভূমি-সংস্কার আধিকারিক, জঙ্গীপুর।

ক্রমিক নং	থানা	ফেরীর নাম	নিলামের স্থান	নিলামের তারিখ ও সময়
১।	রঘুনাথগঞ্জ	গজগিরি ফেরী	রঘুনাথগঞ্জ জে-এল-আর-ও অফিস	৪-১১-৭১ বেলা ১১টা হইতে
২।	ফরাক্কা	গুমানী ফেরী	ধুলিয়ান জে-এল-আর-ও অফিস	৫-১১-৭১ বেলা ১১টা হইতে
৩।	সমসেরগঞ্জ	মালঞ্চ ফেরী	ঐ	ঐ
৪।	,,	বাগমারী ফেরী	ঐ	ঐ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।